অ৩

বঙ্গীয় শব্দকোষ

ব্য [ন (নঞ্) > অ, অন্ (তৎপুরুষ-সমাসে, ব্যঞ্জনাদি উত্তরপদ পরে 'ন'-স্থানে 'অন্'); দ্র 'অন্', 'ন'; cf Gr. A, an; L. in; Ger., Gothic-un; E. in, un]

১. সাদৃশ্য।

"অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ-সদৃশ – ক্ষত্রিয়াদি)। সমমব্রাহ্মণে দানম্ মনু ৭.৮৬।

২. অভাব, অবিদ্যমানতা।

"অঘট (ঘটাভাব), অক্রোধ, অলোভ, অহিংসা, অকর্ম্মক ইত্যাদি। অবানরা অরামা ধরাতল কৃ ২৬৮।

৩. অন্যত্ব, ভেদ, পৃথগভাব।

"অপট (পটভিন্ন–ঘটাদি), অকুপ্য ইত্যাদি। অতৈজসানি পাত্রাণি মনু ৬.৫৩।

৪. অল্পতা, ঈষদর্শ, তুচ্ছতা।

"অজলা (অল্পজলা) নদী; অকেশী কন্যা; অবস্তু ইত্যাদি।

৫. অপ্রাশস্তা, অবৈধতা। "অপশু (অপ্রশস্ত পশু), অকার্য্য, অকাল, অসময় ইত্যাদি।

৬. বিরোধ, প্রতিকুলতা।

"অসুর (সুরবিরোধী), অলক্ষ্মী, অজ্ঞান ইত্যাদি। "তৎসাদৃশ্যম-ভাবশ্চ তদন্যতং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

৭. আক্রোশ, অধিক্ষেপ।

"আজীবনি ইত্যাদি। পা ৩.৩.১১২। ৮. (বাঙ্লায়) নিষেধবাচক নহে, অর্থাৎ অনর্থক। "অবৃথা (অর্থ্যাৎ বৃথা), অব্রেথা, অমন্দ, অলোপ, 'অশঙ্কেত' (সঙ্কেত–শ্রী.কী)। শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি? লী ৩৭। কেন, কলু অমন্দ জাতটা কি? অ.গ্র ১২৪। আমাকে অচাষা পেয়েছ কিনা (মালদহ)। একথা যদি অব্রেথা হয়, তা হ'লে দশ ঘা জুতো খাব। [বাস্তবিক বিপরীত অর্থে (অর্থাৎ বৃথা মন্দ ইত্যাদি অর্থে) ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া, অশিক্ষিতে সেই অর্থ ঠিক রাখিয়া বাক্য শেষ করিতে পারে না, ফলে বিপরীতার্থকই হইয়া যায়। বোধ হয়, ইহা ঐরূপ 'অ'-কারের মূল।]